যুগান্তর

তারিখ ... 21 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

উচ্চমাধ্যমিকের বইয়ের মূল্য বৃদ্ধি

শিক্ষার অধিকার যেন ব্যাহত না হয়

তিন বছরের মাথায় আবার উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বইয়ের দাম বাড়ানো হল। ২০১৪ সালে শুধু সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি বিষয়ের বই— বাংলা সাহিত্য, বাংলা সহপাঠ (উপন্যাস ও নাটক) ও ইংরেজি প্রথমপত্রের মূল্য বাড়ানো হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মূল্য বৃদ্ধির হার ছিল ১২৬ শতাংশ অর্থাৎ দ্বিগুণের চেয়েও বেশি। এর তিন বছরের মাথায় আবার উচ্চমাধ্যমিকের সব বইয়ের মূল্য ১৫ শতাংশ বাড়ানো হল। এই মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে রয়েছে প্রকাশকদের দাবি। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ৬৩টি বইয়ের মধ্যে ৬০টিই প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিপণন করে থাকেন তারাই। সরকার যে তিনটি বই প্রণয়ন করে, সেগুলোরও মুদ্রণ ও বিপণন তাদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ফলে বলা যায় বইয়ের বিষয়ে তারাই সর্বেসর্বা। ফলে মূল্যবৃদ্ধির দাবি আদায়ে তারা সংগঠিত সিন্ডিকেট তৈরি করে সফল হলেন বলা যায়। যদিও তারা এই মূল্য বৃদ্ধিতে খুশি নন। তারা চেয়েছিলেন ৪০ শতাংশ মূল্যবৃদ্ধি। ২৫ শতাংশ হলে তারা যৌক্তিক মনে করতেন। কিন্তু ১৫ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। তাতে নাকি তাদের 'ব্যবসায়িক সাফল্য' আসবে না! তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে কাগজ, কালিসহ মুদ্রণ উপকরণের দাম, শ্রমিক মজুরি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানির বিল দ্বিগুণ হয়েছে। তাই ৪০ শতাংশ দাম বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিলেন তারা। এ বিষয়ে এনসিটিবির বক্তব্য, আগের তুলনায় কাগজ, কালিসহ মুদ্রণ উপকরণের দাম ১০ শতাংশ বেড়েছে। বাকি ৫ শতাংশ মার্কেটিং কস্ট ধরে ১৫ শতাংশ দাম বাড়ানোয় তারা সম্মত হয়েছেন। বইয়ের এই মূল্য বৃদ্ধির পরও এ বিষয়ে গত দেড় মাস ধরে চলা জটিলতার অবসান হলেও এ বছরে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই যথাসময়ে পৌঁছবে না। ১০ জুলাই থেকে তাদের ক্লাস শুরু হবে। বইয়ের পেছনে এ বছর নতুন ও পুরনো মিলিয়ে ২৫ লাখ শিক্ষার্থীকে বাড়তি খরচ করতে হবে ৩২ কোটি টাকা।

নাগরিকের মৌলিক অধিকারের অন্যতম হচ্ছে শিক্ষা। সেই শিক্ষাকে এখন পরিণত করা হয়েছে পণ্যে। এটি আমাদের সংবিধান স্বীকৃতি আইনের পরিপন্থী। আবার এটাও সত্য, জীবনযাপনের সব উপকরণের মূল্য ক্রমাগত বাড়ছে। তাই পাঠ্যপুস্তকসহ শিক্ষা উপকরণের মূল্য কিভাবে সহনীয় রাখা যায় সে বিষয়ে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। শিক্ষাকেন্দ্রিক মুনাফামুখী চিন্তাভাবনার অবসান ঘটিয়ে শিক্ষাকে বৃহত্তর সেবামূলক খাত মনে করে প্রকাশকদেরও আন্তরিক ভূমিকা রাখতে হবে। তারা যেন একে গতানুগতিক 'ব্যবসা' ধরে অযৌক্তিক দাবিতে অনড় না থাকেন।